কালের কণ্ঠ

তারিখ 07 SEP 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত ঢাবি শিক্ষকরা

দায়িত্ব গ্রহণ করলেন অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান

শরীফুল আলম সুমন ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) উপাচার্য নিয়োগকে কেন্দ্র করে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছেন শিক্ষকরা। বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন উপাচার্য হিসেবে অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানের নিয়োগে ১৯৭৩ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের 'সুস্পষ্ট লঙ্ঘন' ঘটেছে বলে অভিযোগ তুলেছে সিনেটের একাংশ। তবে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নতুন উপাচার্য নিয়োগে আইনের কোনো ব্যত্যয় ঘটেনি বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ অবস্থায় গতকাল বুধবার অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

এ নিয়োগের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর ও প্রাধ্যক্ষরা পদত্যাগ করেছেন বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে দুজন প্রভোস্ট কালের কণ্ঠ'র কাছে স্বীকার করেছেন, তাঁরা আরেফিন সিদ্দিকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন; কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি। নতুন উপাচার্যের কাছেই পদত্যাগপত্র দিতে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সবাই একমত না হওয়ায় এখনো তা করা হয়নি।

অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক গত রাতে কালের কণ্ঠকে বলেন, 'গত ৪ সেপ্টেম্বর প্রায় সব হলের প্রভোস্ট, প্রক্টর ও প্রাধ্যক্ষবৃন্দ আমার কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছিলেন। তাঁরা জানিয়েছিলেন, যেভাবে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে তা ১৯৭৩ অধ্যাদেশের

▶▶ পৃষ্ঠা ৪ ক. ৬

ছবি ▶ পৃষ্ঠা ৩

নতুন উপাচার্য নিয়োগ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত

▶▶ শেষ পৃষ্ঠার পর

পরিপন্থী। এ ছাড়া শিক্ষামন্ত্রী যেভাবে উপাচার্য নিয়োগে হস্তক্ষেপ করছেন এ অবস্থায় তাঁরা আর দায়িত্ব পালন করতে চান না। কিন্তু আমি তাঁদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিনি। তাঁদের বুঝিয়ে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ফেরত পাঠিয়েছি। তাঁরা এখন স্বপদেই বহাল আছেন।'

ঢাবি সূত্র জানায়, গত ২৯ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সভা হয়। সেখানে বিএনপিপন্থী সমর্থকদের বর্জন, সরকার সমর্থকদের একাংশের আপত্তি এবং শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভের মুখে সিনেট সভায় ভোট ছাড়াই উপাচার্য প্যানেল চূড়ান্ত হয়। বিকল্প কোনো প্রস্তাব না থাকায় অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক কামাল উদ্দিন, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও নীল দলের আহ্বায়ক আবদুল আজিজকে নিয়ে তিন সদস্যের প্যানেল অনুমোদন পায়।

নিয়ম অনুযায়ী ওই তিনজনের মধ্য থেকেই একজনকে পরবর্তী উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার কথা ছিল রাষ্ট্রপতির। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ গত ৩ আগস্ট ওই প্যানেলের কার্যক্রম স্থগিত করে দেন। রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েট প্রতিনিধি নির্ধারণ না করেই উপাচার্য প্যানেল নির্বাচনের জন্য সিনেটের বিশেষ সভা ডাকার বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে একটি রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই স্থগিতাদেশ দেওয়া হয়। তবে তা চার সপ্তাহের মধ্যে নিষ্পত্তি করতে বলেন আপিল বিভাগ। এ ছাড়া আদেশে বলা হয়, রুল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আরেফিন সিদ্দিকই উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করে যাবেন।

এ বিষয়ে আগামী ৩ অক্টোবর হাইকোর্টে শুনানির দিন নির্ধারিত রয়েছে। কিন্তু এর আগেই গত ৪ সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানকে উপাচার্য নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। ১৯৭৩ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশের ১১(২) ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি প্যানেলের বাইরে থেকে অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামানকে উপাচার্যের দায়িত্ব দিলেন।

উপাচার্য নিয়োগের এই প্রজ্ঞাপনের পর থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বিভক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অধ্যাপক আ আ ম স একবার চার বছরের জন্য ভারপ্রাপ্ত এবং একবার সিনেট কর্তৃক মনোনয়ন নিয়ে এরই মধ্যে দুইবারে মোট আট বছরের জন্য উপাচার্যের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই এক পক্ষ নতুন একজনকে উপাচার্য নিয়োগ করাকে স্বাগত জানিয়েছে। তবে শিক্ষকদের আরেক পক্ষ এর বিরোধিতা করছে। কেউ কেউ আদালতের নিষেধাজ্ঞা থাকা পর্যন্ত অপেক্ষা করাকেই শ্রেয়তর হিসেবে মত দিয়েছেন।

গত মঙ্গলবার ঢাবির ৩১ জন সিনেট সদস্যের বিবৃতিতে বলা হয়, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপনটি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। উপাচার্য নিয়োগের বিষয়ে তিনজনের প্যানেল বিষয়ে আদালতে একটি রিট আবেদন বিচারাধীন। এই মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত অধ্যাপক আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক স্বপদে বহাল থাকবেন বলে উচ্চ আদালতের একটি সিদ্ধান্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় অন্য একজনকে উপাচার্য নিয়োগ দেওয়া সরকার, উচ্চ আদালত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বিব্রতকর। সিনেটে গৃহীত সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করে উপাচার্য নিয়োগের বিষয়টি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ ১৯৭৩-এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘনের মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনের ওপর আঘাত এবং সিনেটকে অকার্যকর করার নানামুখী ষড়যন্ত্রের পথ সুগম হয়েছে বলে আমরা মনে করি।'

কিন্তু এই বিবৃতি দেওয়ার এক দিনের মধ্যেই ৩১ জনের মধ্যে থাকা কয়েকজন ভিন্নমত পোষণ করেছেন। বিবৃতিতে নাম থাকা এক সিনেট সদস্য কালের কণ্ঠকে বলেন, 'রাষ্ট্রপতির নিয়োগের বিপক্ষে সরাসরি স্টেটমেন্ট দেওয়া হবে—এমন কথা আমাকে বলা হয়নি। আসলে বিবৃতিতে আমার স্বাক্ষর থাকলেও আমাকে ভুল বোঝানো হয়েছে। আমাকে যেভাবে বলা হয়েছে সেভাবে বিবৃতি দেওয়া হয়নি।'

উপাচার্য নিয়োগের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত মঙ্গলবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট তিনজনের একটি প্যানেল নির্বাচন করে রাষ্ট্রপতিকে দিতে পারে। সেখান থেকে রাষ্ট্রপতি একজনকে উপাচার্য করতে পারেন, না-ও করতে পারেন। বাইরে থেকেও তিনি নিয়োগ দিতে পারেন। রাষ্ট্রপতি আইনি ক্ষমতাবলে নিয়োগ দিয়েছেন, নিয়োগে যে শর্ত থাকে তা-ই লেখা হয়েছে। এখানে আইনের কোনো ব্যত্যয় হয়নি।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক বলেছেন, 'রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্ষমতাবলে প্যানেল বা প্যানেলের বাইরে থেকে যে কাউকে উপাচার্য পদে নিয়োগ দিতে পারেন। কিন্তু ঢাবির রেওয়াজ অনুযায়ী সাধারণত প্যানেল থেকেই উপাচার্য নিয়োগ দেন রাষ্ট্রপতি। এতে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাবির মান অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু এবার তার ব্যত্যয় হলো।'

তবে গতকাল দায়িত্ব গ্রহণকালে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ও প্রশাসনিক কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সবার সহযোগিতা চান। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা কার্যক্রমকে আরো গতিশীল করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।'

ঢাবির জনসংযোগ বিভাগের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতেও গতকাল জানানো হয়েছে, অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করেছেন। এর আগে ২০১৬ সালের ২৩ জুন থেকে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ২০১৪ সালে কলা অনুষদের ডিন নির্বাচিত হন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ১৯৬৪ সালের ১ জুলাই বরগুনা জেলার আজিজাবাদ উপজেলার কালিপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের বিএ অনার্স ও এমএ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। তিনি ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৯০ সালে তিনি ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের লেকচারার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন। ১৯৯৫ সালের ১৫ জানুয়ারি সহকারী অধ্যাপক, ২০০০ সালের ২ জানুয়ারি সহযোগী অধ্যাপক এবং ২০০৪ সালে তিনি অধ্যাপক পদে পদোন্নতি পান। ২০০৮ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় চেয়ারম্যান এবং ২০০৭ থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত কবি জসীমউদদীন হলের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এ ছাড়া তিনি ঢাবি শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও সহসভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। দেশে-বিদেশে প্রকাশিত বিভিন্ন জার্নালে তাঁর ৪২টি গবেষণামূলক প্রবন্ধ রয়েছে। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর একাধিক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে।